যুগান্তর

তারিখ ..... 6 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ..... ৭ .....

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ

অনার্সে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ছাত্রলীগ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষ ২০০৮-০৯ সেশনের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। প্রতিবাদ করায় বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ শাখার সহ-সভাপতির ওপর হামলা করে তাকে গুরুতর আহত করেছে তারা। সূত্রে জানা যায়, কলেজ প্রশাসনের কাছে ছাত্রলীগ শতকরা ২৫ ভাগ সিট দাবি করে। ছাত্রলীগের এ দাবি আমলে না নিয়ে কলেজ প্রশাসন ভর্তি কার্যক্রম চালাতে থাকে। বুধবার পর্যন্ত ১৮টি বিভাগের ২ হাজার ৪শ' সিটের মধ্যে ৮শ' শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার মেধাতালিকা ভিত্তিক ৮শ' থেকে ১ হাজার পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়েছিল। সকালেই কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রাজন ও সেক্রেটারি মামুনের নেতৃত্বে বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ভর্তি কমিটির শিক্ষকদের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এসময় তারা ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় আওয়ামী লীগের অন্যতম শরিক বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্রমৈত্রীর কলেজ শাখার সহ-সভাপতি গোলাম মওলা লাভলুর ওপর ছাত্রলীগ হোস্টেল কমিটির সভাপতি সাইদুলসহ বেশ কয়েকজন ক্যাডার ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে তাকে গুরুতর আহত করে। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাদের হুসাইন চৌধুরী জানান, ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য এখন পুলিশ দরকার। কিন্তু একাধিকবার ফোন করেও পুলিশ পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মসলেহ উদ্দিন আহমেদ জানান, অধ্যক্ষ যতবার সহযোগিতা চেয়েছেন তাকে ততবারই সহযোগিতা করা হয়েছে। পুলিশের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।